চত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূরের প্রার্থনা

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নিবেদিত অক্রূরের প্রার্থনাগুলি এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

"অক্রূর প্রার্থনা করলেন, ব্রহ্মা এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিকারী হলেও, পরমেশ্বর ভগবানের নাভিপদ্ম থেকেই তাঁকে আবির্ভূত হতে হয়েছে। তেমনই, ভৌত প্রকৃতির মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্—এই পঞ্চ উপাদান তথা পঞ্চমহাভূত; পৃথিবীর সূক্ষ্ম পঞ্চভূত—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তথা অনুভূতিগুলি নিয়ে পঞ্চ-তন্মাত্র; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় নিয়ে দশ ইন্দ্রিয়; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত—এই চারটি অন্তরিন্দ্রিয়, প্রকৃতি, আদিপুরুষ ও দেবতাগণ সমস্ত কিছুই শ্রীভগবানের অঙ্গ হতে উৎপন্ন। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান দ্বারা তাঁকে জানা সম্ভব নয়, আর তাই, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণও তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

"বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্নভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অর্চনা করে। ফলাকাঙ্ক্ষী কর্মীরা বৈদিক কর্মযজ্ঞ দ্বারা, শৈবগণ ভগবান শিবের আরাধনার দ্বারা, বৈষ্ণবগণ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রীয় বিধান অনুসরণের দ্বারা, এবং অন্যান্য সাধুরা তাঁকে পরমাত্মার স্বরূপে, জড়া প্রকৃতির পদার্থগুলির অন্তর্ভুক্ত স্বরূপে ও অন্তর্যামী অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপে আরাধনা করে থাকেন। ঠিক যেমন বিভিন্ন দিক হতে নদীগুলি সমুদ্র অভিমুখেই প্রবাহিত হয়, তেমনই বিভিন্ন বুদ্ধিযুক্ত অন্যোপাসকদের আরাধনা-গতিও চরমে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে লাভ করে।

"ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক রূপ, বিরাটরূপ এই সবই ভগবান বিষ্ণুর রূপ বলে চিন্তা করা হয়। জলচর প্রাণীরা যেমন জলে বিচরণ করে আর উড়ুম্বর ফলের মধ্যে যেমন ক্ষুদ্র কীটেরা বিচরণ করে, তেমনই সমগ্র প্রাণীকুল শ্রীবিষ্ণুর মাঝেই বিচরণ করছে। এই সব জীবেরা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে দেহ-গৃহাদির জন্য অভিমান করে জড়জাগতিক কর্ম-মার্গে পরিভ্রমণ করতে থাকে। মায়ার বশবর্তী হয়ে মূর্খ লোকে যেমন তৃণে আচ্ছাদিত জলাধারকে লক্ষ্য না করে মরীচিকার দিকেই ছুটে চলে, তেমনই অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন জীবও শ্রীবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করে তাদের দেহ, গৃহ ইত্যাদির প্রতি আসক্ত হয়। এমন ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ ব্যক্তিরা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না। একমাত্র ভগবানের কৃপায়

যদি তাদের সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তখন তাদের জাগতিক বন্ধনের সমাপ্তি হবে। একমাত্র তখনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবার মাধ্যমে তারা কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে মগ্ন হতে পারে।"

শ্লোক ১

শ্রীঅক্রূর উবাচ

নতোঽস্ম্যহং ত্বাখিলহেতুহেতুং
নারায়ণং পুরুষমাদ্যমব্যয়ম্ ।
যন্নাভিজাতাদরবিন্দকোষাদ্-
ব্রহ্মাবিরাসীদ্ যত এষ লোকঃ ॥ ১ ॥

শ্রীঅক্রূরঃ উবাচ—শ্রীঅক্রূর বললেন; **নতঃ**—প্রণাম; **অস্মি**—নিবেদন করি; **অহম্**—আমি; **ত্বা**—আপনাকে; **অখিল**—সমস্ত কিছুর; **হেতু**—কারণের; **হেতুম্**—কারণ; **নারায়ণম্**—ভগবান নারায়ণ; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **আদ্যম্**—আদি; **অব্যয়ম্**—অক্ষয়; **যৎ**—যাঁর; **নাভি**—নাভি; **জাতাত**—জাত; **অরবিন্দ**—পদ্মের; **কোষাৎ**—কোষ হতে; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **অবিরাসীৎ**—আবির্ভূত; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **এষঃ**—এই; **লোকঃ**—জগৎ।

অনুবাদ

শ্রীঅক্রূর বললেন—সর্বকারণের কারণ পরম আদি অক্ষয় পুরুষ নারায়ণ, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। আপনার নাভিজাত পদ্মের কোষ হতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছিলেন আর তাঁর দ্বারাই এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে।

শ্লোক ২

ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনং খমাদির্
মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি ।
সর্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্বে
যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ ॥ ২ ॥

ভূঃ—ভূমি; **তোয়ম্**—জল; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **পবনম্**—বায়ু; **খম্**—আকাশ; **আদিঃ**—এবং এদের উৎস, অহঙ্কার; **মহান্**—মহত্তত্ত্ব; **অজা**—সমগ্র জড়া প্রকৃতি; **আদিঃ**—তার উৎস ভগবান; **মনঃ**—মন; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়গুলি; **সর্ব-ইন্দ্রিয়**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; **অর্থাঃ**—বিষয়সমূহ; **বিবুধাঃ**—দেবতাগণ; **চ**—এবং; **সর্বে**—সমস্ত; **যে**—

যে; হেতবঃ—কারণস্বরূপ; তে—আপনার; জগতঃ—জগতের; অঙ্গ—দেহ হতে; ভূতাঃ—উৎপন্ন।

অনুবাদ

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও তাদের উৎস অহঙ্কার; মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও তার উৎস ভগবানের পুরুষ প্রকাশ, মন, ইন্দ্রিয়সকল, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ও অধীশ্বরগণ—জগৎ সৃষ্টির এই সকল কারণসমুদয় আপনার শ্রীঅঙ্গজাত।

শ্লোক ৩

নৈতে স্বরূপং বিদুরাত্মনস্তে
হ্যজাদয়োঽনাত্মতয়া গৃহীতাঃ ।
অজোঽনুবদ্ধঃ স গুণৈরজায়া
গুণাৎ পরং বেদ ন তে স্বরূপম্ ॥ ৩ ॥

ন—না; এতে—এই সকল (সৃষ্টির উপাদান); স্বরূপম্—স্বরূপ; বিদুঃ—জানতে; আত্মনঃ—ভগবানের; তে—আপনি; হি—বস্তুত; অজা-আদয়ঃ—সামগ্রিক জড়া প্রকৃতি; অনাত্মতয়া—অনাত্মবস্তু; গৃহীতাঃ—প্রত্যক্ষদৃষ্ট; অজঃ—শ্রীব্রহ্মা; অনুবদ্ধঃ—আবদ্ধ; সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); গুণৈঃ—গুণসমূহ দ্বারা; অজায়াঃ—জড়া প্রকৃতির; গুণাৎ—এইসকল গুণ; পরম্—গুণাতীত; বেদ ন—জানেন না; তে—আপনার; স্বরূপম্—স্বরূপ।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতি ও সৃষ্টির অন্যান্য সমস্ত উপাদানসমূহ অনাত্মবস্তু হওয়ায় আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারে না। যেহেতু আপনি গুণাতীত, তাই ব্রহ্মাও এই জড় গুণসমূহে আবদ্ধ হওয়ায় আপনার প্রকৃত স্বরূপ অবগত নন।

তাৎপর্য

ভগবান জড়া প্রকৃতির গুণাতীত। যতক্ষণ না আমরাও জড় জগতের সীমাবদ্ধ চেতনার অতীত হচ্ছি, আমরা ভগবানকে অবগত হতে পারি না। এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোত্তম জীব ব্রহ্মাও যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে আগমন না করছেন, ততক্ষণ ভগবানকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

শ্লোক ৪

ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্ ।
সাধ্যাত্মং সাধিভূতং চ সাধিদৈবং চ সাধবঃ ॥ ৪ ॥

ত্বাম্—আপনারই; **যোগিনঃ**—যোগিগণ; **যজন্তি**—যজ্ঞ সম্পাদন করেন; **অদ্ধা**—নিশ্চিতভাবে; **মহা-পুরুষম্**—পরমেশ্বর; **ঈশ্বরম্**—ভগবান; **স-অধ্যাত্মম্**—(সাক্ষী) জীবের; **স-অধিভূতম্**—জাগতিক উপাদানসমূহের; **চ**—এবং; **স-অধিদৈবম্**—নিয়ন্তা দেবতাগণের; **চ**—এবং; **সাধব**—শুদ্ধজন।

অনুবাদ

শুদ্ধ যোগীগণ আপনার অধ্যাত্ম (জীবাত্মারূপ), অধিভূত (জীবের জড় উপাদানরূপ), এবং অধিদৈব (জড়জাগতিক উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদির রূপ)—এই ত্রিমাত্রিক রূপের কল্পনার মাধ্যমে, পরমেশ্বর ভগবান, আপনারই আরাধনা করেন।

শ্লোক ৫

ত্রয্যা চ বিদ্যয়া কেচিৎ ত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ ।
যজন্তে বিততৈর্যজ্ঞৈর্নানারূপামরাখ্যয়া ॥ ৫ ॥

ত্রয্যা—তিনটি বেদের; **চ**—এবং; **বিদ্যয়া**—মন্ত্র দ্বারা; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **ত্বাম্**—আপনাকে; **বৈ**—অবশ্য; **বৈতানিকাঃ**—ত্রি-যজ্ঞের বিধিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **যযন্তে**—আরাধনা; **বিততৈঃ**—বিশদভাবে; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞ; **নানা**—বিভিন্ন; **রূপ**—রূপে; **অমর**—দেবতাদের; **আখ্যয়া**—নামে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণ তিনটি-বেদ হতে মন্ত্র কীর্তন করে ত্রি-যজ্ঞের বিধিসমূহ অনুসরণ করে আপনার আরাধনা করেন এবং বহু রূপ ও নামের বিভিন্ন দেবতাদের বিশদভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

তাৎপর্য

কিভাবে সাংখ্য, যোগ ও ত্রি-বেদ অনুসরণকারীগণ বিভিন্নপ্রকারে ভগবানের আরাধনা করেন, অক্রূর এখন তা বর্ণনা করছেন। বেদের বিভিন্ন স্থানে ইন্দ্র, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাদের শ্রেষ্ঠ রূপে উল্লেখ করে তাঁদের পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন পরম নিয়ন্তা বা পরম-তত্ত্ব রয়েছেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি জড় সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর শক্তিকে দেবতাদের মূর্তিতে বিস্তার করেন। তাই কর্মকাণ্ড বা ফলাকাঙ্ক্ষী কর্মীমনোভাবাপন্ন ধর্মীয় আচারের পরোক্ষ প্রণালীর দ্বারা দেবতাগণের আরাধনা তাঁরই কাছে পৌঁছায়। যেভাবেই হোক, শেষ পর্যন্ত যিনি নিত্যপূর্ণতা অর্জন করতে চান, তাঁকে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের আরাধনা করতে হয়।

শ্লোক ৬

একে ত্বাখিলকর্মাণি সন্ন্যস্যোপশমং গতাঃ ।
জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্ ॥ ৬ ॥

একে—কেউ কেউ; **ত্বা**—আপনাকে; **অখিল**—সমস্ত; **কর্মাণি**—কর্ম; **সন্ন্যস্য**—পরিত্যাগ করে; **উপশমম্**—শান্তি; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **জ্ঞানিনঃ**—জ্ঞানীগণ; **জ্ঞান-যজ্ঞেন**—জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা; **যজন্তি**—আরাধনা করেন; **জ্ঞান-বিগ্রহম্**—জ্ঞান-রূপী।

অনুবাদ

দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য কেউ কেউ সকল জাগতিক কর্ম পরিত্যাগ করে শান্ত হয়ে জ্ঞান যজ্ঞ সম্পাদন করে জ্ঞান-বিগ্রহ স্বরূপ আপনাকে আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

আধুনিক দার্শনিকগণ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার সমাদর না করে জ্ঞানের অনুগমন করে আর তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অন্তঃসারশূন্য ফল লাভের মাধ্যমে তাদের গবেষণার পরিসমাপ্তি হয়।

শ্লোক ৭

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে ।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্ ॥ ৭ ॥

অন্যে—অন্যান্য ব্যক্তিগণ; **চ**—ও; **সংস্কৃত**—পবিত্র; **আত্মানঃ**—যাদের বুদ্ধি; **বিধিনা**—বিধির দ্বারা (পঞ্চরাত্র রূপ শাস্ত্রের দ্বারা); **অভিহিতেন**—উপস্থাপিত; **তে**—আপনার দ্বারা; **যজন্তি**—আরাধনা; **ত্বৎ-ময়াঃ**—আপনার ভাবনায় মগ্ন হয়ে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **বৈ**—অবশ্যই; **বহু-মূর্তি**—বিভিন্ন রূপে; **এক-মূর্তিকম্**—এক রূপ।

অনুবাদ

শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগণ আপনার ঘোষিত বৈষ্ণব শাস্ত্রীয় বিধিসমূহ অনুসরণ করেন। তাঁদের মনকে আপনার ভাবনায় মগ্ন করে তাঁরা বহু রূপে প্রকাশিত একই ভগবান, আপনাকে আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

সংস্কৃতাত্মানঃ অর্থাৎ "যাঁদের বুদ্ধি শুদ্ধ" শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। এটি ইঙ্গিত করছে যে, ইতিপূর্বে উল্লেখিত আরাধনাকারীগণের জাগতিক দূষিত বুদ্ধি সম্পূর্ণত শুদ্ধ নয় আর তাই তারা ভগবানকে অপ্রত্যক্ষভাবে আরাধনা করে। কিন্তু যাঁরা শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ অথবা

তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ রূপের কোন একটি—যেমন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি এখানে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সকল রূপের আরাধনা করেন।

শ্লোক ৮

ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণম্ ।
বহ্বাচার্যবিভেদেন ভগবন্তমুপাসতে ॥ ৮ ॥

ত্বাম্—আপনি; **এব**—ও; **অন্যে**—অন্যান্যরা; **শিব**—ভগবান শিব দ্বারা; **উক্তেন**—কথিত; **মার্গেণ**—পথে; **শিব-রূপিণম্**—ভগবান শিবরূপে; **বহু-আচার্য**—বহু আচার্যের; **বিভেদেন**—বিভেদ সৃষ্টির ফলে বিভিন্ন উপস্থাপনা অনুসরণ করে; **ভগবন্তম্**—ভগবান; **উপাসতে**—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

আরও অন্যান্যরা রয়েছেন, যাঁরা ভগবান শিব রূপে আপনার উপাসনা করেন। তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ফলেই তাঁরা শিব বর্ণিত ও বহু আচার্য দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন।

তাৎপর্য

ত্বাম্ এব অর্থাৎ "আপনিও" শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ভগবান শিবের উপাসনা মার্গটিও পরোক্ষ পথ আর তাই অনুৎকৃষ্ট। অক্রূর স্বয়ং তাঁর প্রার্থনার মাধ্যমে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষভাবে আরাধনা করার সর্বোত্তম প্রণালীটি অনুসরণ করেছেন।

শ্লোক ৯

সর্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্বদেবময়েশ্বরম্ ।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥ ৯ ॥

সর্ব—সমস্ত; **এব**—অবশ্যই; **যজন্তি**—উপাসনা করে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **সর্ব-দেব**—সকল দেবতা; **ময়**—অন্তর্ভুক্ত; **ঈশ্বরম্**—ভগবান; **যে**—তাঁরা; **অপি**—ও; **অন্য**—অন্য; **দেবতা**—দেবতা; **ভক্তাঃ**—ভক্তগণ; **যদি অপি**—যদিও; **অন্য**—অন্যত্র; **ধিয়ঃ**—তাঁদের মনোযোগ; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, কিন্তু এই সমস্ত মানুষেরা, যাঁরা আপনার থেকে অন্যত্র মনোনিবেশ করে অন্য দেবতাদের উপাসনা করছেন, তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে, সর্বদেবময় একমাত্র আপনারই উপাসনা করছেন।

তাৎপর্য

এখানে ভাবটি হল এই যে, যাঁরা দেবতাদের উপাসনা করছেন, তাঁরা পরোক্ষে ভগবান বিষ্ণুরই উপাসনা করছেন। অবশ্যই, এই ধরনের উপাসনাকারীর বোধটি সঠিক নয়।

শ্লোক ১০

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো ।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ॥ ১০ ॥

যথা—যেমন; **অদ্রি**—পর্বত হতে; **প্রভবাঃ**—উৎপন্ন; **নদ্যঃ**—নদীসকল; **পর্জন্য**—বৃষ্টির দ্বারা; **আপূরিতাঃ**—পরিপূর্ণ; **প্রভো**—হে প্রভু; **বিশন্তি**—প্রবেশ করে; **সর্বতঃ**—চতুর্দিক হতে; **সিন্ধুম্**—সাগরে; **তদ্বৎ**—তেমনই; **ত্বাম্**—আপনাতে; **গতয়ঃ**—এই সকল গতিপথ; **অন্ততঃ**—অবশেষে।

অনুবাদ

পর্বত হতে উৎপন্ন নদী যেমন বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হয়ে চতুর্দিক হতে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়, তেমনই এই সমস্ত মার্গ অবশেষে, হে প্রভু, আপনাতে প্রবিষ্ট হয়।

তাৎপর্য

উপাসনা প্রসঙ্গে ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৩-২৫) বলছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, যাঁরা ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতাদের পূজা করেন, তাঁরাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন। আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যারা আমার চিন্ময় স্বরূপ জানে না, তারা আবার সংসার-সমুদ্রে অধঃপতিত হয়। দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; যারা ভূত-প্রেত আদির উপাসক, তারা ভূতলোকই লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষদের উপাসক, তারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে; এবং যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।"

শ্লোক ১১

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভবতঃ প্রকৃতের্গুণাঃ ।
তেষু হি প্রাকৃতাঃ প্রোতা আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ ॥ ১১ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্ব; রজঃ—রজঃ; তমঃ—তমঃ; ইতি—এইভাবে পরিচিত; ভবতঃ—আপনার; প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতির; গুণাঃ—গুণসমূহ; তেষু—তাদেরকে; হি—নিশ্চিতভাবে; প্রাকৃতাঃ—বদ্ধ জীব; প্রোতাঃ—গ্রথিত; আ-ব্রহ্মা—ব্রহ্মা পর্যন্ত; স্থাবর-আদয়ঃ—স্থাবর জীব হতে শুরু করে।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, আপনার জড়া প্রকৃতির গুণাবলী ব্রহ্মা হতে শুরু করে স্থাবর প্রাণী পর্যন্ত সকল বদ্ধ জীবকে আবদ্ধ করে।

শ্লোক ১২

তুভ্যং নমস্তে ত্ববিষক্তদৃষ্টয়ে
সর্বাত্মনে সর্বধিয়াং চ সাক্ষিণে ।
গুণপ্রবাহোঽয়মবিদ্যয়া কৃতঃ
প্রবর্ততে দেবনৃতির্যগাত্মসু ॥ ১২ ॥

তুভ্যম্—আপনাকে; নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; তে—আপনার; তু—এবং; অবিষক্ত—নির্লিপ্ত; দৃষ্টয়ে—দৃষ্টি; সর্ব-আত্মনে—সকল আত্মার; সর্ব—প্রত্যেকের; ধিয়াম্—বুদ্ধির; চ—ও; সাক্ষীণে—সাক্ষীস্বরূপ; গুণ—জড় গুণাবলীর; প্রবাহঃ—প্রবাহ; অয়ম্—এই; অবিদ্যয়া—অবিদ্যা; কৃতঃ—সৃষ্ট; প্রবর্ততে—প্রবাহিত হয়; দেব—দেবতা; নৃ—মানুষ; তির্যক্—এবং প্রাণীসমূহ; আত্মসু—দেহাভিমানীগণের মধ্যে।

অনুবাদ

আপনি সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সকলের বুদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ, আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। অবিদ্যার বেগপ্রসূত আপনার জড়-গুণ-প্রবাহ দেবতা, মানুষ ও প্রাণীরূপ দেহাভিমানীগণের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

শ্লোক ১৩-১৪

অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং
সূর্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতি ।
দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবোঽর্ণবাঃ
কুক্ষির্মরুৎ প্রাণবলং প্রকল্পিতম্ ॥ ১৩ ॥

রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ঃ শিরোরুহা
মেঘাঃ পরস্যাস্থিনখানি তেঽদ্রয়ঃ ।
নিমেষণং রাত্র্যহনী প্রজাপতির্
মেঢ্রস্তু বৃষ্টিস্তব বীর্যমিষ্যতে ॥ ১৪ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নি; মুখম্—মুখ; তে—আপনার; অবনিঃ—পৃথিবী; অঙ্ঘ্রিঃ—চরণ; ঈক্ষণম্—চক্ষু; সূর্যঃ—সূর্য; নভঃ—আকাশ; নাভিঃ—নাভি; অথ উ—এবং আরও; দিশঃ—দিক্ সকল; শ্রুতিঃ—শ্রবণেন্দ্রিয়; দ্যৌঃ—স্বর্গ; কম্—মস্তক; সুর-ইন্দ্রাঃ—দেব-শ্রেষ্ঠগণ; তব—আপনার; বাহবঃ—বাহুদ্বয়; অর্ণবাঃ—সমুদ্র; কুক্ষিঃ—উদর; মরুৎ—বায়ু; প্রাণ—প্রাণ; বলম্—বল; প্রকল্পিতম্—কল্পিত হয়; রোমাণি—রোম সমূহ; বৃক্ষ—বৃক্ষ; ওষধয়ঃ—উদ্ভিদ; শিরঃ-রুহাঃ—কেশরাশি; মেঘাঃ—মেঘমালা; পরস্য—পরম পুরুষের; অস্থি—অস্থি; নখানি—এবং নখ; তে—আপনার; অদ্রয়ঃ—পর্বত; নিমেষণম্—আপনার চোখের পলক; রাত্রি-অহনী—দিন ও রাত্রি; প্রজাপতিঃ—মনুষ্য প্রজাতির পালক ব্রহ্মা; মেঢ্রঃ—প্রজনন-অঙ্গ; তু—এবং; বৃষ্টিঃ—বৃষ্টি; তব—আপনার; বীর্যম্—বীর্য; ইষ্যতে—বিবেচনা করা হয়।

অনুবাদ

অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার চরণ, সূর্য আপনার চক্ষু এবং আকাশ আপনার নাভি। দিকসকল আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় ও দেবশ্রেষ্ঠগণ আপনার বাহুদ্বয় এবং সমুদ্র আপনার উদর। স্বর্গ আপনার মস্তক, বায়ু আপনার প্রাণ ও বল। বৃক্ষ ও ওষধিসমূহ আপনার শরীরের রোমরাশি, মেঘ আপনার মস্তকের কেশরাশি এবং পর্বত আপনার, পরম পুরুষের অস্থি ও নখ। রাত্রি ও দিন আপনার চক্ষুর নিমেষ মাত্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা আপনার প্রজনন-অঙ্গস্বরূপ ও বৃষ্টি আপনার বীর্য।

শ্লোক ১৫

ত্বয্যব্যয়াত্মন্ পুরুষে প্রকল্পিতা
লোকাঃ সপালা বহুজীবসঙ্কুলাঃ ।
যথা জলে সঞ্জিহতে জলৌকসো
ঽপ্যুদুম্বরে বা মশকা মনোময়ে ॥ ১৫ ॥

ত্বয়ি—আপনাতে; অব্যয়-আত্মন্—অক্ষয়; পুরুষে—পরমেশ্বর ভগবান; প্রকল্পিতাঃ—সৃষ্ট; লোকাঃ—জগৎসমূহ; স-পালাঃ—নিজ নিজ পালক দেবতাগণের সঙ্গে; বহু—অসংখ্য; জীব—জীব; সঙ্কুলাঃ—সঙ্কুল; যথা—যেমন; জলে—জলে;

সঞ্জিহতে—বিচরণ করে; **জল-ওকসঃ**—জলচর জীব; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **উদুম্বরে**—ডুমুর জাতীয় উড়ুম্বর ফলের মধ্যে; **বা**—অথবা; **মশকা**—মশক সকল; **মনঃ**—মন (এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের); **ময়ে**—(আপনাতে) সঞ্চরণ করে।

অনুবাদ

হে অক্ষয় পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান, বহুজীবসঙ্কুল নিখিল ভুবন সবই তাদের নিজ নিজ পালকগণ সহ আপনার মধ্যেই উৎপন্ন হয়। ঠিক যেমন জলচর জীবেরা সাগরে সন্তরণ করে বা ক্ষুদ্র কীটগুলি উড়ুম্বর ফলের মধ্যে বাস করে, তেমনই মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের আধার স্বরূপ আপনারই মধ্যে এই সকল ভুবন সঞ্চরণশীল।

শ্লোক ১৬

যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি ।
তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ ॥ ১৬ ॥

যানি যানি—যে যে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **রূপাণি**—রূপ; **ক্রীড়ন**—লীলার; **অর্থম্**—জন্য; **বিভর্ষি**—আপনি প্রকটিত হন; **হি**—অবশ্যই; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **আমৃষ্ট**—মার্জিত হয়; **শুচঃ**—তাদের শোক; **লোকাঃ**—মানুষ; **মুদা**—আনন্দে; **গায়ন্তি**—গান করেন; **তে**—আপনার; **যশঃ**—মহিমা।

অনুবাদ

আপনার লীলা উপভোগার্থে এই জগতে আপনি নিজেকে বিভিন্ন রূপে প্রকট করেন আর যাঁরা আনন্দে আপনার মহিমা কীর্তন করেন, এইসকল অবতারগণ তাঁদের সমস্ত শোক মার্জন করেন।

শ্লোক ১৭-১৮

নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ ।
হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভমৃত্যবে ॥ ১৭ ॥
অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে ।
ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্তয়ে ॥ ১৮ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **কারণ**—সৃষ্টির আদি কারণ; **মৎস্যায়**—মৎস্যরূপে আবির্ভূত ভগবানকে; **প্রলয়**—প্রলয়; **অব্ধি**—সমুদ্রে; **চরায়**—বিচরণশীল; **চ**—এবং; **হয়-শীর্ষ্ণে**—অশ্বরূপের মাথা নিয়ে যে অবতার, হয়গ্রীব; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **মধু-কৈটভ**—মধু এবং কৈটভ দানবদের; **মৃত্যবে**—বিনাশকারী; **অকূপারায়**—কূর্মকে; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **মন্দর**—

মন্দর পর্বতের; **ধারিণে**—ধারণকারী; **ক্ষিতি**—পৃথিবীর; **উদ্ধার**—উত্তোলন; **বিহারায়**—যাঁর আনন্দ; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **শূকর**—বরাহের; **মূর্তয়ে**—রূপধারী।

অনুবাদ

সৃষ্টির কারণ আপনি, প্রলয় সমুদ্রে সন্তরণশীল মৎস্যরূপী আপনাকে, আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। হয়গ্রীবরূপে মধু-কৈটভ বিনাশক, বৃহৎ কূর্মরূপে মন্দর পর্বতধারী এবং বরাহ অবতারে যিনি পৃথিবীকে সানন্দে উদ্ধার করেন, সেই আপনাকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বিশ্বকোষ অভিধানে *অকূপারায়* শব্দটির অর্থ কূর্মরাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৯

নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোকভয়াপহ ।
বামনায় নমস্তুভং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ ॥ ১৯ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **অদ্ভুত**—অদ্ভুত; **সিংহায়**—সিংহরূপী; **সাধুলোক**—সকল সাধু ভক্তগণের; **ভয়**—ভয়; **অপহ**—হে বিনাশন; **বামনায়**—বামনরূপে; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ক্রান্ত**—পদবিন্যাসকারী; **ত্রিভুবনায়**—ত্রিভুবন; **চ**—এবং।

অনুবাদ

অদ্ভুতসিংহরূপী (নৃসিংহদেব) সাধু ভক্তগণের ভয় বিনাশকারী ও বামনরূপী ত্রিভুবনে পদবিন্যাসকারী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২০

নমো ভৃগুণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে ।
নমস্তে রঘুবর্যায় রাবণান্তকরায় চ ॥ ২০ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **ভৃগুণাম্**—ভৃগুবংশজ; **পতয়ে**—প্রধানরূপী (পরশুরাম); **দৃপ্ত**—দৃপ্ত; **ক্ষত্র**—ক্ষত্রিয়; **বন**—বন; **ছিদে**—সংহারকারী; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **রঘুবর্যায়**—রঘুবংশশ্রেষ্ঠ; **রাবণ**—রাবণ; **অন্তকরায়**—সংহারক; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভৃগুপতি রূপধারী ক্ষত্রিয়বনচ্ছেদী ও রাবণান্তকারী রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামরূপী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২১

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ২১ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **বাসুদেবায়**—শ্রীবাসুদেব; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **সঙ্কর্ষণায়**—শ্রীসঙ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে; **চ**—এবং; **প্রদ্যুম্নায়**—শ্রীপ্রদ্যুম্ন; **অনিরুদ্ধায়**—শ্রীঅনিরুদ্ধ; **সাত্বতাম্**—যাদবগণের; **পতয়ে**—পতি; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে প্রভু, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপী যাদবাধিপতি আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২২

নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে ।
ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে ॥ ২২ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **বুদ্ধায়**—বুদ্ধরূপী; **শুদ্ধায়**—শুদ্ধ; **দৈত্য-দানব**—দৈত্য দানব; **মোহিনে**—মোহনকারী; **ম্লেচ্ছ**—ম্লেচ্ছ; **প্রায়**—তুল্য; **ক্ষত্র**—ক্ষত্রিয়; **হন্ত্রে**—বিনাশকারী; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **কল্কি-রূপিণে**—কল্কিরূপী।

অনুবাদ

দৈত্যদানব-মোহনকারী শুদ্ধ বুদ্ধরূপী ও ম্লেচ্ছতুল্য রাজাগণের বিনাশকারী কল্কিরূপী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২৩

ভগবন্ জীবলোকোঽয়ং মোহিতস্তব মায়য়া ।
অহং মমেত্যসদ্গ্রাহো ভ্রাম্যতে কর্মবর্ত্মসু ॥ ২৩ ॥

ভগবন্—হে ভগবান; **জীব**—জীব; **লোকঃ**—জগৎ; **অয়ম্**—এই; **মোহিতঃ**—মোহিত; **তব**—আপনার; **মায়য়া**—মায়া শক্তি দ্বারা; **অহম্ মম ইতি**—'আমি' ও 'আমার' ধারণাবশত; **অসৎ**—মিথ্যা; **গ্রাহঃ**—অভিমান; **ভ্রাম্যতে**—ভ্রমণ করতে থাকে; **কর্ম**—কর্ম; **বর্ত্মসু**—মার্গে।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই জগতে আপনার মায়া শক্তি দ্বারা মোহিত জীব 'আমি' ও 'আমার' রূপ মিথ্যা অভিমানে যুক্ত হয়ে কর্মমার্গে ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়।

শ্লোক ২৪

অহং চাত্মাত্মজাগারদার্থস্বজনাদিষু ।
ভ্রমামি স্বপ্নকল্পেষু মূঢ়ঃ সত্যধিয়া বিভো ॥ ২৪ ॥

অহম্—আমি; **চ**—ও; **আত্ম**—আমার দেহ; **আত্মজ**—পুত্র; **আগার**—গৃহ; **দার**—স্ত্রী; **অর্থ**—সম্পদ; **স্ব-জন**—স্বজন; **আদিসু**—ইত্যাদিতে; **ভ্রমামি**—সত্য-বুদ্ধিতে আসক্ত হয়ে ভ্রমণ করছি; **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **কল্পেষু**—তুল্য; **মূঢ়ঃ**—মূর্খ; **সত্য**—সত্য বলে; **ধিয়া**—মনে করছি; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

হে প্রভো, আমিও এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে মূর্খের মতো আমার দেহ, সন্তান, গৃহ, পত্নী, অর্থ ও স্বজনবৃন্দকে সত্য বলে মনে করছি, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নবৎ অসত্য।

শ্লোক ২৫

অনিত্যানাত্মদুঃখেষু বিপর্যয়মতির্হ্যহম্ ।
দ্বন্দ্বারামস্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাত্মনঃ প্রিয়ম্ ॥ ২৫ ॥

অনিত্য—অনিত্য; **অনাত্ম**—অনাত্ম; **দুঃখেষু**—দুঃখ; **বিপর্যয়**—বিপরীত; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অহম্**—আমি; **দ্বন্দ্ব**—দ্বন্দ্ব; **আরামঃ**—সুখবোধ করছি; **তমঃ**—তমোগুণে; **বিষ্টঃ**—আবিষ্ট; **ন জানে**—আমি হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ; **ত্বা**—আপনাকে; **আত্মনঃ**—আত্মার; **প্রিয়ম্**—প্রেমাস্পদ।

অনুবাদ

এইভাবে অনিত্যকে নিত্য, আমার দেহকে আমার আত্মা এবং দুঃখের উৎস-সমূহকে সুখের উৎসরূপে ভুল করে, আমি জাগতিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই আনন্দ অনুভবের চেষ্টা করছি। এইভাবে তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে আমার প্রকৃত প্রেমাস্পদরূপে আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।

শ্লোক ২৬

যথাবুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছন্নং তদুদ্ভবৈঃ ।
অভ্যেতি মগতৃষ্ণাং বৈ তদ্বৎত্বাহং পরাঙ্মুখঃ ॥ ২৬ ॥

যথা—যেমন; **অবুধঃ**—অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ; **জলম্**—জল; **হিত্বা**—দর্শন না করে; **প্রতিচ্ছন্নম্**—আচ্ছন্ন; **তৎ-উদ্ভবৈঃ**—জলজাত তৃণাদি দ্বারা; **অভ্যেতি**—অগ্রসর

হয়; মৃগতৃষ্ণাম্—মরীচিকা; বৈ—বস্তুত; তদ্বৎ—সেইভাবে; ত্বা—আপনার; অহম্—আমি; পরাঙ্মুখঃ—বিপরীতমুখী হয়েছি।

অনুবাদ

মূর্খ যেমন জলোৎপন্ন তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত জলকে লক্ষ্য না করে মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়, আমিও তেমনি আপনার কাছ থেকে অন্য দিকে ধাবিত হয়েছি।

শ্লোক ২৭

নোৎসহেঽহং কৃপণধীঃ কামকর্মহতং মনঃ ।
রোদ্ধুং প্রমাথিভিশ্চাক্ষৈর্হ্রিয়মাণমিতস্ততঃ ॥ ২৭ ॥

ন উৎসহে—শক্তিলাভে অসমর্থ; অহম্—আমি; কৃপণ—অক্ষম; ধীঃ—বুদ্ধি; কাম্—জাগতিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা; কর্ম—এবং জাগতিক কার্যাবলী দ্বারা; হতম্—ক্ষোভিত; মনঃ—আমার মন; রোদ্ধুম্—নিবৃত্ত করতে; প্রমাথিভিঃ—বলবান ও বিষয়সংযুক্ত; চ—এবং; অক্ষৈঃ—ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক; হ্রিয়মাণম্—আকৃষ্যমান; ইতঃ ততঃ—ইতস্তত।

অনুবাদ

আমার বুদ্ধি এতটাই অক্ষম যে, জড়জাগতিক কামনা ও কর্ম দ্বারা ক্ষোভিত এবং ক্রমাগত আমার বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা আকৃষ্যমান আমার মনকে নিবৃত্ত করার শক্তি লাভ করতে আমি অসমর্থ।

শ্লোক ২৮

সোঽহং তবাঙ্ঘ্র্যুপগতোঽস্ম্যসতাং দুরাপং
তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে ।
পুংসো ভবেদ্ যর্হি সংসরণাপবর্গস্
ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ ॥ ২৮ ॥

সঃ—এইরূপে; অহম্—আমি; তব—আপনার; অঙ্ঘ্রি—পদদ্বয়ের; উপগতঃ অস্মি—শরণাগত হলাম; অসতাম্—অসাধুজনের; দুরাপম্—দুর্লভ; তৎ—সেই; চ—এবং; অপি—ও; অহম্—আমি; ভবৎ—আপনার; অনুগ্রহঃ—কৃপা; ঈশ—হে ভগবন; মন্যে—মনে করছি; পুংসঃ—জীব; ভবেৎ—হয়; যর্হি—যখন; সংসরণ—সংসার চক্রের; অপবর্গঃ—অবসান; ত্বয়ি—আপনার; অব্জনাভ—হে পদ্মনাভ; সৎ—শুদ্ধ ভক্তগণের; উপাসনয়া—উপাসনা দ্বারা; মতিঃ—চেতনা; স্যাৎ—জন্মে।

অনুবাদ

যদিও অসাধুজনেরা কখনই আপনার পদদ্বয় প্রাপ্ত হতে পারে না, তবুও পতিত রূপে আমি যে আপনার চরণের শরণাগত হয়েছি, আপনার কৃপা ভিন্ন তা কখনই সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি। একমাত্র যখন জীবের জাগতিক জীবনের অবসান হয়, হে পদ্মনাভ, তখনই আপনার শুদ্ধ ভক্তের সেবার দ্বারা আপনার প্রতি মতি জন্মে।

শ্লোক ২৯

নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্বপ্রত্যয়হেতবে ।
পুরুষেশপ্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ॥ ২৯ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **বিজ্ঞান**—শুদ্ধ জ্ঞানের; **মাত্রায়**—বিগ্রহ স্বরূপ; **সর্ব**—সমস্ত; **প্রত্যয়**—জ্ঞানের; **হেতবে**—কারণ; **পুরুষ**—জীবের; **ঈশ**—নিয়ন্তা; **প্রধানায়**—প্রধান; **ব্রহ্মণে**—পরম ব্রহ্ম; **অনন্ত**—অসীম; **শক্তয়ে**—শক্তিময়।

অনুবাদ

অনন্ত শক্তিমান পরম ব্রহ্মকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। তিনি বিজ্ঞানময় বিগ্রহ, সকল চেতনার কারণস্বরূপ এবং জীবের প্রধান নিয়ন্তা।

শ্লোক ৩০

নমস্তে বাসুদেবায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ ।
হৃষীকেশনমস্তুভ্যাং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো ॥ ৩০ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **বাসুদেবায়**—বসুদেব পুত্র; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূত**—জীব; **ক্ষয়ায়**—আশ্রয়; **চ**—এবং; **হৃষীকেশ**—হে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **প্রপন্নম্**—আপনার শরণাগত; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা করুন; **মাম্**—আমাকে; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে বাসুদেব, সকল জীবের আশ্রয় স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে হৃষীকেশ, আপনাকে পুনরায় আমার প্রণাম নিবেদন করি। হে প্রভো, আমি আপনার শরণাগত, দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অক্রূরের প্রার্থনা' নামক চত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।